

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৩ সংখ্যা, শনিবার , ১৫ আশ্বিন, ১৪৩৩

পরিচালক তপন সিংহ

চলচ্চিত্র পরিচালক এবং লেখক তপন সিংহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতোত্তর করার পর তিনি ১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সহকারী শব্দগ্রহণকারী হিসাবে যোগ দেন। পরে ক্যালকাতা মুভিটোন স্টুডিয়োগ শব্দযন্ত্রী হিসাবে; তারও পরে লন্ডনের পাইনউড স্টুডিয়োগে। ‘অঙ্কুশ’ (১৯৫৪) ছবি দিয়ে কাজ শুরু। চতুর্থ ছবি ‘কাবুলিওয়ালা’ থেকে সর্বভারতীয় খ্যাতি। ক্রমশ বিশ্বপরিচিতি, দেশে ও বিদেশে বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্প নিয়ে ১৯৫৭ সালে তপন সিংহ তৈরি করেন ‘কাবুলিওয়ালা’। যেখানে ছোট্ট মেয়ে মিনির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল দূর আফগান দেশ থেকে সওদা করতে আসা রহমত কাবুলিওয়ালার। ১৯৬৫ সালে তৈরি হয় ‘অতিথি’। সেটাও কবিগুরু লেখা গল্প। আপনতোলা ছেলে তারাপদর গল্প - যাকে মায়ের স্নেহ বা বন্ধুর ভালবাসা, কোন কিছুই বেশিদিন এক জায়গায় বেঁধে রাখতে পারে না। তাই বাঁশীর সুরে, সব ভুলে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারাপদ। ১৯৭৪ সালে তপন সিংহ তৈরি করেন ছোটদের জন্য তৈরি করা ‘সফেদ হাতি’ । এই ছবিরটির গল্প তিনি নিজে লিখেছিলেন। থামের ছোট্ট ছেলে শিবুর সাথে বন্ধুত্ব হয় জঙ্গলের হাতিদের রাজা, ধপধপে সাদা হাতি এরাবতের। এরাবত শিবুকে সোনার মোহরের সন্ধান দেয়। শিবুর কুটিল কাকিমা সব কিছু জানতে পেরে যায়। তারপর একদিন এক মহারাজা জঙ্গলে শিকার করতে এলে, লোভী কাকা কাকিমা তাকে গিয়ে সাদা হাতির কথা বলে দেয়। মহারাজা তখন শিবুকে মেেরে ফেলার ভয় দেখায়। তাই দেখে, বন্ধু এরাবত নিজের থেকে রাজার হাতে ধরা দেয়। এরাবতকে ধরা দিতে দেখে, শিবুর বন্ধু ময়না পাখি জঙ্গলের অন্য সব পশুপাখিদের ডেকে আনে। জঙ্গলের যত হাতি, বাঘ, সাপ আর পাখিরা মিলে, রাজা আর তার সঙ্গীদের ভয় দেখিয়ে এরাবতকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ছোটদের জন্য তৈরি করা তাঁর অন্যান্য ছবিগুলি হল ‘সবুজ দ্বীপের রাজা’ (১৯৭৯), ‘আজ কা রবিনহুড’ (১৯৮৭/হিন্দী), ‘আজব গাঁয়ের আজব কথা’(১৯৯৯) আর ‘অনোখা মোতি (২০০০/হিন্দী), ‘এক যে ছিল দেশ’ (১৯৭৭)। এই ছবিতে এক তরুণ বৈজ্ঞানিক এমন এক গুপ্তধ্ব আবিষ্কার করেন যে তার এক ফোটো পেটে গেলেই সবাই সত্যি কথা বলতে শুরু করবে। তার ফলে হল কি? -যত কালোবাজারি আর মিথ্যাবাদী নেতারা সব সত্যি কথা বলে ফেলতে শুরু করল আর বেঁধে গেল নানা গন্ডগোল। ১৯৬৬ সালের ‘গল্প হলেও সত্যি’ এইরকম আদ্যের দিক আলোকপাত। তাঁর অনেক ছবির গল্পই কল্প জীবন থেকে নেওয়া সত্যি ঘটনার আদলে তৈরি। উত্তমকুমার বাজুরারামের বাগানে অভিনয় করতে পারেননি। দ্বৈত চরিত্রে এসেছিলেন দীপংকর দে। উত্তমকুমার চেয়েছিলেন ছবির শুটিং মার্চে শুরু হোক। তার আগে ডেট দিনে পারবেন না। তপন সিংহ রাজি হননি। উত্তমকুমার মাথাও করেছিলেন। আদালতের জিজ্ঞাসা ছিলত্ব মিস্টার সিনহা, উত্তমকুমারের মতো শিল্পীর জন্যে আপনি কি তিনটে মাস ছবির কাজ বন্ধ রাখতে পারেন না? তপন সিংহের জবাব ছিলত্ব ‘তিনি মাস পরে উত্তমকুমারকে পাব, কিন্তু শীতের সরযেফুল? কোথায় পাব?’

অক্ষয় চন্দ্র সরকার

কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। কর্ম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় তাঁর উল্লিখনা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর অক্ষয়চন্দ্র ১৮৭২ সালে মাসিক নবজীবন ও ১৮৭৩ সালে সাপ্তাহিক সাধারণী নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নবজীবন চলেছিল ১৮৭৮ সাল অবধি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন্দ্রচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো লেখকেরা এই জনপ্রিয় চিন্তাশীল পত্রিকাটিতে লেখালেখি করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বাংলা রচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। চাঁদুড়া থেকে প্রকাশিত সাধারণী পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক আলোচনা ও হিন্দুসমাজের মূল দৃঢ় করা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবান্দী পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রথম সারির সাহিত্যিকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ১৮৭৪ সালে গোচারণের মাঠ নামে একটি যুক্তাক্ষর বর্জিত শিশুপাঠ্য কাব্য ও সেই বছরেই শিক্ষানবীশের পদ্য নামে আর একটি কার্যগ্রন্থ রচনা করেন। সারদাদেব মিত্রের সহযোগিতায় সম্পাদনা করেছিলেন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ নামে একটি কাব্যসংকলনও। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত এই কাব্যে স্থান পায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দ চন্দ্রবতী প্রমুখ মধ্যযুগীয় কবিদের কাব্যচর্চ। অবশ্য কবিতা অপেক্ষা গদ্যরচনাতেই তিনি অধিক খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৭৪ সালে রচিত সমাজ সমালোচনা এবং মৃত্যুর পরে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত রূপক ও রহস্য তাঁর গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৯০৪ সালে বঙ্গভাষার লেখক হুস্বেইর প্রবন্ধটি তার একটি মূল্যবান সাহিত্যকীর্তি। এই গ্রন্থে পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ও নিজের সাহিত্যজীবনের কথা লিখেছিলেন তিনি। অন্যান্য রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি হেমচন্দ্র, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, মোতিকুমারী, মহাপুঙ্কা, সনাতনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের মূল সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সহ-সভাপতি ও ভারতসভার প্রথম যুগ্ম সহ-সম্পাদক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মোতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময়

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ, ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকানো চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সাদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জরুজী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন।মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চার অর্জন কর।

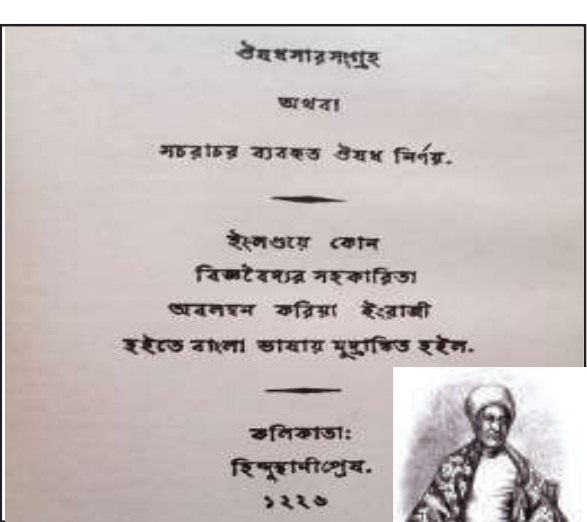
রামকমলের ‘ঔষধ সার সংগ্রহ’ বইটি নক্ষত্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

চিকিৎসা শাস্ত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র ‘ঔষধ সার সংগ্রহ’ ১৮১৯ সাল। বাংলা চিকিৎসা জগতে গৌরবময় দিন। এই দিনেই প্রকাশিত হয়েছিল রামকমল সেনের চিকিৎসা শাস্ত্র বা ঔষধ নির্ণয়ক বই যার নাম ‘ঔষধ সার সংগ্রহ’ । এই বইটি রামকমল সেনকে রচনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন ডাক্তার এইচ এইচ উইলসন। রামকমল সেন তাঁর কাছে সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। রামকমল সেন যখন চাঁদনিতে ফিফার হাসপাতালে কাজ করতে আসেন তখন তিনি বাংলায় ঔষধ নিয়ে একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ, তখন কলকাতায় কলেরা, ম্যালেরিয়া সহ বহু অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে শুরু করেছে। উপযুক্ত চিকিৎসক নেই। থাকলেও তার সংখ্যা অতি সামান্য। উ পযুক্ত আধুনিক হাসপাতাল নেই। ফলে কলকাতার সববাসসকারী লোকেরা অঘোরে প্রাণ দিতে শুরু করেছিল কলেরা এবং ম্যালেরিয়া রোগে। তখন ডেড্ড শব্দটা আসেনি। তবে তখনও ডেড্ড ছিল। কিন্তু তার কোনও চিকিৎসা ছিল না। ফলে রোগীরা মারা যেত। ভারত প্রেমিক ডেভিড হোয়ার কলেরা লোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছিলেন। এই সব রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করার জন্য রামকমল সেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যেতিনি বাংলায় চিকিৎসা শাস্ত্র বা ঔষধ নির্ণয়ক বই রচনা করবেন। সেখানে যেসব রোগ সাধারণ মানুষকে বি্রত করে তুলছে এবং সময়ে সময়ে এই সব রোগ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে তার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত বাংলায় চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা করার বই প্রয়োজন রয়েছে। এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ডাক্তার এইচ এইচ উইলসনের কাছে ব্যক্ত করেন। ডাক্তার উইলসন রামকমল সেনকে বই লেখার উৎসাহ দেন এবং তিনি এই বই লেখায় সহযোগিতা করতেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ফলে ‘ঔষধ সার সংগ্রহ’ বইটিতে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভেজজ এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসার গুণধী মেলবন্ধনের চিত্র দেখতে পাই। এখানে বলতে দ্বিধা নেই যে এই বইটি কলকাতা মেডিকেল কলেজে বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের রূপরেস ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলার ভাষার ক্লাস প্রথম শুরু হয়েছিল রামকমল সেনের বাড়িতে । এটাই ছিল মেডিকেল কলেজের প্রথম ক্লাস। ১৮১৯ সালে ৫ জুন ‘সমাচার দর্পন’ পত্রিকা প্রকাশ করলে যে কলকাতার

রামকমল সেন বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন যে ভারতের ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার ফলে ইউরোপীয় চিকিৎসাশ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ইউরোপীয় ওষুধের ওপরে ভরসা দিতে আরম্ভ করেন। এর একটি মাত্র কারণ তখন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান সঠিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারছিল না। আয়ুর্বেদ বা ভেজজ বিদ্যা তখন অচিৎ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গবেষণা করে আয়ুর্বেদ এবং ভেজজ বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করা দিকে কারোর নজর ছিল না। চিরান্তরে চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই তখন রোগের চিকিৎসা চলছিল। সেখানে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান একেবারে আধুনিক দোর গোড়ায় উপস্থিত। তা নিয়ে সারা বিশ্বে জুড়ে চলছিল গবেষণা এবং নিত্য নতুন বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং তার নিরাময় পদ্ধতি সহ ওষুধ আবিষ্কাল হতে শুরু করেছে। ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান শাস্ত্র সবই ইংরেজি ভাষায় লেখা। তখন

কলকাতার অধিকাংশ ব্যক্তিরা ভালো করে ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারেন না। ইংরেজি বইও পড়তে পারে না। ইংরজি চর্চা তখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। তার ওপরে তখন বাংলা ভাষার শৈশব কাল। ফলে এই সময়ে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে বাংলায় বই লেখা সত্যিকারের খুবই দুষ্কর ছিল। সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন রামকমল সেন। কলকাতা সহ সারা বাংলা জুড়ে চলছে কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত থেকে শুরু করে বহু অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব। এর হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে গেলে একটি মাত্র উপায় হচ্ছে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বই রচনা করা। তখন ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে কোনও ভারতীয় ভাষায় বই রচনা করা হয়নি। ইংরেজি জানার অভাব থাকার ফলে ভারতীয়দের পক্ষে



ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা করাটা খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল। তখন রামকমল সেন চিন্তা করলেন যে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সধারণ ব্যবহৃত ওষুধ, তাদের নাম, কীভাবে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ করবেন। লেখক আরও জানান যে বইটি খুবই উপকারী এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে ওষুধ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করবেন। বইটির মুখবন্ধে লেখক স্বীকার করেছেন যে বইটির রচনা করার সময়ে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বইটির প্রকাশ কাল ১২২৬ বঙ্গাব্দে এবং ইংরেজির ১৮১৯ সন। ‘ঔষধ সার সংগ্রহ’ বইটি প্রথম বাংলা ভাষায় ঔষধ চিকিৎসা বিজ্ঞান বই। রামকমল সেন জাতে বৈদ্য ছিলেন। ফলে চিকিৎসা বিষয়টা তাঁর ধর্মনীতিতে প্রবাহিত। শৈশব থেকেই তিনি ভারতীয় আয়ুর্বেদ চর্চার প্রতি মনোনিবেশ

জটিল রোগের সফল ডাক্তার নীলরতন সরকার

ডাক্তার শ্যামল রায়

ডাক্তার নীলরতন সরকার ঙ্গ অনন্য সাধারণ মহাজীবনী। অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অফ ওয়েলস সার্জিক্যাল রুকে ভর্তি হয়েছেন নামী হাসরোগ বিশেষজ্ঞ ডিপি বসু। কিন্তু কোনও অ্যানােস্থেটিক তাঁকে অজ্ঞান করতে চাইছেন না। কারণ তাঁর সাইনাস অ্যারিমিদিয়া রয়েছে। সে কালে হাট পরীক্ষার আধুনিক কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না। চিকিৎসকের ‘ক্লিনিক্যাল আইটুকুই ভরসা। কেউ ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। দিশেহারা অবস্থা রোগী আর তার পরিজন দের। ডিপি বসুর বাবাও ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ইউপি বসু। তিনি শেষে শরণাপন্ন হলেন বন্ধুবর চিকিৎসকের, যাকে লোকে ‘ধমন্তরী’ বলেন। তিনি এসেই ডিপি বসুকে জিজ্ঞেস করলেন, খেলাধুলো করেন কি না। ফুটবল খেলেন শুনে পরপর আবার কয়েকটি প্রশ্ন। কোনে পজিশনে খেলেন? ক্লাস্ট লাগে? হাফটাইমের পরেও খেলেন? ফরোয়ার্ডে খেলেন, স্ট্রাক হন যা এবং হাফটাইমের পরেও খেলেন শুনে, সেই ডাক্তারবাবু নির্দিধায় রায় দিলেন, “হাটের অর্গ্যানটি কোনও রোগ নেই। স্বচ্ছন্দে অপারেশন করা যায়।” অস্ত্রোপচার সফল হয়। স্মৃতিচারণা এই ঘটনার কথা লিখেছিলেন ডিপি বসু। সেই ‘ধমন্তরী’ চিকিৎসকটি হলেন নীলরতন সরকার। যাকে বলা হত ‘ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের জাদুকর’। ১৮৯০ সালে নীলরতন যখন এম ডি হচ্ছেন, তার আগে মাত্র ছ’জন এমডি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, লগাবন্ধু বসু, আরডব্লিউ কার্টার, ভগবৎচন্দ্র রুদ্র এবং রামচন্দ্রদাস বাগচী। পাশ করার পরে ১৩ নম্বর হারিসন রোডে (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) নিজের বাড়িতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তার পরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি নীলরতনকে।

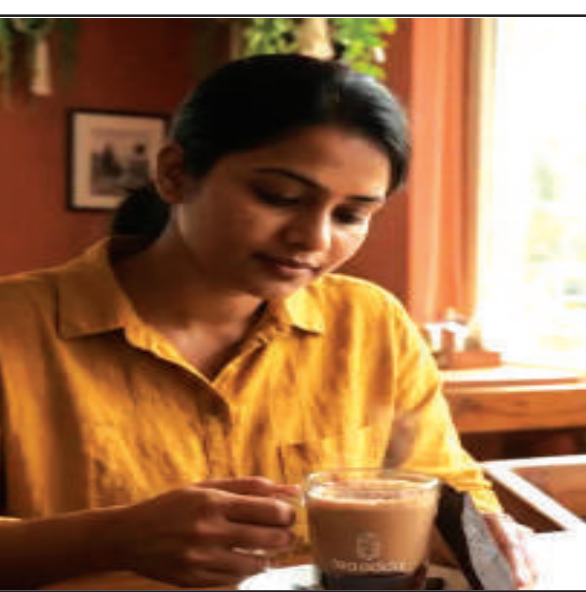
আমার চলে যাবে।” কখনও গরিব রোগীকে অর্থাভাবে চিকিৎসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর দরজা থেকে ফিরতে হয়নি। পথ থেকে তুলে কোনও রোগ নেই। স্বচ্ছন্দে অপারেশন করা যায়।” অস্ত্রোপচার সফল হয়। স্মৃতিচারণা এই ঘটনার কথা লিখেছিলেন ডিপি বসু। সেই ‘ধমন্তরী’ চিকিৎসকটি হলেন নীলরতন সরকার। যাকে বলা হত ‘ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের জাদুকর’। ১৮৯০ সালে নীলরতন যখন এম ডি হচ্ছেন, তার আগে মাত্র ছ’জন এমডি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, লগাবন্ধু বসু, আরডব্লিউ কার্টার, ভগবৎচন্দ্র রুদ্র এবং রামচন্দ্রদাস বাগচী। পাশ করার পরে ১৩ নম্বর হারিসন রোডে (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) নিজের বাড়িতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তার পরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি নীলরতনকে।

ঝড়ে়ে কারণে নেতড়া গ্রামে তাঁদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁর বাবা নন্দলাল সরকার পুরো পরিবার নিয়ে দক্ষিণ চবিশব পরিগণার জয়নগরে ঋশুরবাড়িতে চলে আসেন। ১৮৭৬ সালে জয়নগর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এলেন নন্দলাল সরকার। নীলরতন ভর্তি হলেন শিয়ালদহের ক্যাম্প বেল মেডিক্যাল স্কুলে (পরবর্তীতে এনআরএস)। বাড়িতে অভাব। সংসার চালাতে শিক্ষকতা শুরু করলেন বড়শা অরিনশচন্দ্র। আর এক ভাই যোগীন্দ্রনাথ সরকার। পরবর্তী কালে যিনি ‘হাসিখুশি’ লিখেছিলেন। নীলরতনও উপা জর্নের জন্য শিক্ষকতা, পরীক্ষার হলে পাহারা, জনগণনার কাজ করেছেন। তার মধ্যেই স্বনামধন্য চিকিৎসক তামিজ খানের প্রিয় ছাত্র

শতবর্ষের ফেভারিট কেবিন উঠে গেলে এখন ঘনাদা’র চায়ের দোকান

বৃদ্ধদেব বসু মল্লিক

ঘনাদা’র চায়ের দোকান। রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় সূর্য সেন স্ট্রিটে কলকাতা পৌরসংস্থার বরো অফিসের বাদিকের গলিতে পাঁচ-সাত পা হাটিপাথ। দোকানের ইতিবৃত্ত ও বহির্দঙ্গ ঃ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ঘনাদা আজও আছে। তবে বনমালী নস্কর লেনের বাড়িতে নয়, তাঁকে পাবেন কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়; এক নতুন অবতারে। তিনি এতদিন গৌর,শিশিরদের মেসে বিনাপয়সায় অনেক চা,টা,পিগারেট খেয়েছেন, এবার তিনি আপামর আড্ডাপ্রিয় বাঙালিদের চা ও টা খাওয়াবার পরিষেবা দিতে নিজেই উপস্থিত হয়েছেন;সম্ভবত নিজের পুরোনো ঋণ শোধ করতেই। দোকানের নাম শুনেই



বুঝতে পারছেন মালিকের নাম ‘ঘনাদা’। আর পোশাকি নাম? অবশ্যই ঘনশ্যাম দাস। একটুও বানিয়ে না বাড়িয়ে বলছি না, বিশ্বাস করুন। তাঁর ভালোমানুষ শু নয়, ‘ঘনা’ ডাকনামটিও তাঁর মা-বাবারই দেওয়া। ঘনাদা আগে কাজ করতেন সূর্য সেন স্ট্রিটেরই খ্যাতনামা ফেভারিট কেবিনে। কিন্তু বিশ্ব মারীকালীন সময়ে হঠাৎ করে সেই কেবিনের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগজার বন্ধ হয়ে যায় ঘনাদা-সহ সমস্ত কর্মচালীদিগের। তার পর ২০২৩,২৪ নাগাদ নিজের অভি জ্ঞতাকে পূঁজি করে ঘনাদা এই গলিতে একটা ছোট্টো ঘর ভাড়া নিয়ে খুলে ফেললেন এই ‘ঘনাদা’-র চায়ের দোকান’। এখন এই দু-তিন বছর পর বেশ রমরমিয়েই চলছে তাঁর এই ছোট্টো চায়ের দোকানটি। দৈনিক প্রায় ২৫০ লোক সকাল সাটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এখানে বসে আড্ডা-সহযোগে চা-টা খান। তবে বাইরের পরিশেষে খুব-একটা পরিচ্ছন্ন নয়, বরং ইট-পাথরের আবর্জনায় বেশ এবড়োখেবড়ো

শিশির ভাদুড়ী

শঙ্করলাল কর্মকার

কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়া’তেন ছাত্রদের কাছে প্রবল জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিদিন কলেজে আসতেন নতুন পোশাকে,সর্বদা খুব হাসিখুশি ভাব। চমৎকার চেহারা উচ্চারণ যোমন সুন্দর তেমন সুন্দর বোঝা ভঙ্গি। ছাত্রদের কাছে আদ্যাক্ষর (এস বি) নামে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজি রচনা লেখা শেখানোর কৌশল একেবারে নিজস্ব। শেক্সপিয়ারের নাটক পড়াতেন তখন ছাত্ররা শুধু মস্ত্র মুঞ্ছের মত শুনত না, ছাত্রদের মনে হত তিনি চরিত্র বিচার বিশ্লেষণ করে যেন নিজেই অভিনয় করে ওঠেন। যেমন ক্লাসে কোনওদিন ছাত্রদের সামনে উঠানো কচুঠে ‘শাহজাহান’ কবিতা আবৃত্তি করলেন। তার পর ছাত্রদের বললেন যা শুনলে সংক্ষেপে ইংরেজিতে লেখো। জনপ্রিয় তরুণ অধ্যাপক অবশ্য বেশিদিন অধ্যাপনা করতে পারেন নি। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও গুড ক্লাব সব অন্য জায়গায় অভিনয় করে তার অভিনয় প্রতিভার কথা কলকাতা শহরের সবাই জগে গিয়েছেন। জে এফ ম্যাবিনের জামাই রুস্ত মজী ধোতিওয়ালা বেঙ্গল থিয়েট্রি ক্যাল কোম্পানি দেখাশোনা করতেন। তিনি শিশিরকুমারকে বললেন পুরোপুরি নাটকে মনো নিবেশ করার জন্য। স্যার আশু তোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিশির কুমার সারসরি তাঁর কাছে গেলেন। ফিরলেন তাঁর সম্মতি ও আশীর্বাদ নিয়ে। রক্তমজীকে কথা দিলেন অধ্যাপনা ছেড়ে শুশুনাটক করবেন। ১৯৫০- ৫১, ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ‘আলমগীর’ নাটকে অভিনয় করলেন। দুজন লোক শিশির কুমারকে ধরে হিটাচ্ছেন। চোখে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছেন না সাজপোশাক পরে মনোআপ নিয়ে উনি পাঠিয়ে, একেবারে জবুখুখ অবস্থা। সিন আসতেই তাঁকে দর্শক দেখলেন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দাপট।

কাঁটাতারের পাশে ইতিহাস ঢাকের বোলে উৎসবের ডাক

মেল ডাকাতির স্মৃতিবাহী রেললাইনের ধারে ৫৮ বছরে হিলি বিপ্লবী সংঘ ঢাকেশ্বরী সাজে দেবী দুর্গা

রতন দে, হিলি, ২ অক্টোবর : এক পুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পাশে কাটাতারা। এ পারে ভারতের বিএসএফ ও পারে বাংলাদেশের



সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পাহারা। কয়েক পা দূরেই চলে গিয়েছে রেললাইন। যে রেলপথ আজ নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়ের স্মৃতি। সেই ইতিহাসের পাশেই এখন বদলে গিয়েছে দৃশ্যপট। কাটাতারের ধারে চলছে

আবার কোথাও প্রতিমার সাজে ব্যস্ত শিল্পী। সীমান্তের হাওয়ায় ভেসে আসছে ঢাকের বোলা। ইতিহাস আর বর্তমানের মাঝেই হিলিতে এখন উৎসবের আবহ। মেল ডাকাতির স্মৃতিবাহী এই রেললাইন হিলির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের

মৌতড়ের বিখ্যাত মা বড়কালী মন্দিরের প্রতিমার সমস্ত অলঙ্কার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুর্কলিয়া, ২ অক্টোবর : নম্বর ৯৯কের অন্তর্গত মৌতড়ের বিখ্যাত মা বড়কালী মন্দিরে ঘটে গেল এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। শুক্রবার ভোরে সেবাহিতরা মাকে স্নান করতে এসে দেখেন, মন্দিরের মূল ফটকের তালা কেটে প্রতিমার গায়ের সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার লুট করে চম্পট দিয়েছে দুষ্টুতীর দল। ঘটনার খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়াতেই মন্দির চত্বরে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার একটি অত্যন্ত জগ্রত ও বিখ্যাত মন্দিরে এমন দুষ্কর্মের ঘটনায় ক্ষোভে কেটে পড়েন তারা। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথপুরের এডিপিও রোহেদ শেখ এবং রঘুনাথপুর থানার আইসি অনন্ সর্িতরা সহ একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ অধিকারিকা তারা পুরো এলাকা পরিদর্শন করেন ও সেবাহিতদের সঙ্গে কথা বলেন। অপরাধীদের দ্রুত শনাক্তকরণ, প্রেক্ষিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় এলাকাবাসী। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্টুতীদের খোঁজে আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বন বিভাগের শিবিরে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, মিলছে সরাসরি সুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুর্কলিয়া, ২ অক্টোবর : ৯৯ক সেবা সেতু অভিযানে এক ব্যক্তির্থী ছবি ধরা পড়ল আড়শা বন বিভাগের শিবিরে। অন্যান্য অনেক



দপ্তরের স্টলে মানুষের আশানুক্রপ পরিষেবা না মেলার ক্ষোভ থাকলেও, বন দপ্তরের ক্ষেত্রে চিহ্নটি সম্পূর্ণ আলাদা। এই শিবির থেকে কাউকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে না, মিলছে সরাসরি সরকারি পরিষেবা। প্রচণ্ড রোদ ও গরমকে উপেক্ষা করেই ভোর থেকে বন বিভাগের শিবিরের সামনে মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। সরাসরি সরকারি সুবিধা ও বনায়ন সংক্রান্ত নানা পরিষেবা হাতে-নাতে পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত সাধারণ মানুষ। লাইনে দাঁড়ানো আবেদনকারীদের বক্তব্য, অন্যান্য দপ্তরের পরিষেবা পেতে যেখানে নানা জটিলতা পোহাতে হচ্ছে, সেখানে বন দপ্তর থেকে খুব সহজেই কাঙ্ক্ষিত পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। প্রশাসনের এই বিশেষ উদ্যোগে বন বিভাগের সক্রিয় ভূমিকা এবং দ্রুত পরিষেবা প্রদানের মনোভাবকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দা ও উপভোক্তারা।

বুনো শূকরের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বিঘার পর বিঘা জমি, সমস্যায় চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২ অক্টোবর : নদীয়া জেলার তাহেরপুর থানার অধীনস্থ আড়খোটার আনন্দগণর ও সংলগ্ন কৃষিমণ্ডল এলাকায় বুনো শূকরের তাণ্ডবে নাজেহাল স্থানীয় কৃষকেরা। রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গল থেকে দলবেগে আসা বুনো শূকরের হামলায় বিঘার পর বিঘা জমির ফসল চোখের নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমে ফলানো ধান, শাকসবজি ও ফুলের খেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন চাষীরা। স্থানীয় চাষী আক্ষেপ করে জানান, আনন্দগণর এলাকার ধান, বেগুন, লেবু ও ফুলের জমি তখনই করে দিচ্ছে এই শূকরের দল। তিনি বলেন, একাদশে ৩০ থেকে ৫০ টি শূকরের পাঠ মাঠে ঢুকে মাটি খুঁড়ে গাছপালা উপড়ে দিচ্ছে। বেগুন ও লেবুগাছের গোড়া উপড়ে ফেলেছে, এমনকি ছোট ছোট কাঠালগাছ এবং রজনীগন্ধার খেতও নষ্ট করছে। ফসল বাঁচাতে জমিতে জাল বা নেট দিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না, শূকর সেই জাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ছে। রাাত জেগে পাহারা দিতে গিয়ে কৃষকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। খেতে আর কান্দে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও অবশিষ্ট নেই। বন দফতরকে জানানো হয়েছে তারা শূকর তাণ্ডবে দ্রুততে বাধা দেয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। একই এলাকার অপর এক কৃষক জানান, গত দেড়- দুই বছর ধরে এলাকায় বুনো শূকরের উৎপাত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন, মাঠের ধান গাছের মুখে যখন আসে, তখনই সবথেকে বেশি অক্রমণ চালায় শূকরের দল। ধানগাছ চিরিয়ে ও খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। বন দফতরকে বিষয়টি জানানো হলে কোনও স্থায়ী সুরাহা মেলেনি, উল্টে কৃষকদেরই নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিশাল পালের সঙ্গে একা লড়াই করে ওঁতা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ধারদেনা ও হাডভাঙা খাটনি করে তৈরি করা ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরিবার নিয়ে অনাহারে দিন কাটানোর আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, বন দফতর ও প্রশাসন যেন অবিলম্বে এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে এই বনশূকরের উপদ্রব বন্ধের দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান করা। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত সরকারি সাহায্যের দাবি তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসী।

ট্রাফিক পুলিশের ব্যটিকা অভিযান, ১০টি বাইক আটক ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুর্কলিয়া, ২ অক্টোবর : সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে শহরে সারপ্রাইজ চেকিং অভিযান চালাল ট্রাফিক পুলিশ। গতকাল রাতের সদর ট্রাফিকের উদ্যোগে দুর্লবি-কেতিকা থেকে সিুলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পোশাকে এই বিশেষ সারপ্রাইজ মোটর ভেহিকেল চেকিং চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মোট ১০টি মোটরবাইক আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত যানবাহনের বিরুদ্ধে টিগাল রাইডিং, নম্বর প্লেট না থাকা, বিকট শব্দ সৃষ্টিকারী মডিফাইড বা পরিবর্তিত সাইকেলদার ব্যবহার এবং অতিরিক্ত গতিতে (ওভার স্পিডিং) গাড়ি চালানোর মতো একাধিক ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে নিয়মভঙ্গকারীদের জরিমানা করা হয়। সদর ট্রাফিক, পুর্কলিয়া সূত্রে জানানো হয়েছে, পথ দুর্ঘটনা রোধ ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এই ধরণের ব্যটিকা চেকিং অভিযান আগামী দিনেও শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তায় নিয়মিত অব্যাহত থাকবে। পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত গাড়িচালককে হেলমিটে ব্যবহারসহ যাবতীয় ট্রাফিক নিয়ম মেনে নিরাপদে গাড়ি চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

উত্তাল সময়ে এই রেলপথে ঘটেছিল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। সময় পেরিয়েছে বদলেছে পরিস্থিতি। কিন্তু স্থানীয়দের কাছে সেই স্মৃতির গুরুত্ব এখনও অমলিন। সেই রেললাইনের পাশেই এ বার ৫৮ বছরে পা দিয়েছে হিলি বিপ্লবী সংঘের দুর্গাপূজা। ফলে পুজোর আয়োজনেও যেন অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের উৎসব পাশাপাশি হটিছে। এ বার পুজোমণ্ডপের ভাবনায় থাকছে কাল্পনিক মননের সঙ্গে আধুনিক শিল্পকলার মেলবন্ধন। দর্শনাধীদের চোখে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করতেই মণ্ডপসজ্জায় থাকছে নান্দনিকতার ছোঁয়া। নির্মাণের দায়িত্ব রয়েছেন বালুরঘাটের ভাই ডেকোরেটর্সের রাজনারায়ণ সাহা চৌধুরী। স্থানীয়দের কাছে তিনি ভাই নামেই পরিচিত। মণ্ডপ তৈরির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। পুজোর আগে দ্রুত গতিতে চলছে সাজসজ্জার প্রস্তুতি। মণ্ডপের আধুনিকতার পাশাপাশি প্রতিমার সাজে থাকছে বাংলার ঐতিহ্য। ঢাকেশ্বরী সাজে সনাতনী

রূপে সেজে উঠবেন দেবী দুর্গা। পুজোমণ্ডপ ও সংলগ্ন রাস্তা সাজানো হবে চন্দননগরের আলোকসজ্জায়। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আলোয় বদলে যাবে সীমান্তের এই পুজোপ্রান্তা। কাটাতারের ওপারে সীমান্তরক্ষীদের নজরদারি আর এ পারে উৎসবের আলো-দুইয়ের ভিন্ন আবহে তৈরি হবে হিলির পুজোর নিজস্ব ছবি। পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপের পাশাপাশি বসবে মেলাও। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদূরান্তের মানুষকেও টানতে থাকছে নানা আয়োজন। মেলায় বিশেষ আকর্ষণ থাকছে জলপরী। ফলে পুজোর চার দিন শুধু প্রতিমা দর্শন নয়, মেলা ঘিরেও ভিড জমবে বলে উদ্যোক্তাদের আশা। পুজো সম্পাদক পিটু সাহা ও সভাপতি নির্মল স্বর্ণকার জানান এ বার অলোজনের অন্যতম লক্ষ্য ঐতিহ্য ও উৎসবকে সামনে আনা। দীর্ঘদিনের পুজোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই দর্শনাধীদের জন্য নতুন কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থীর সন্ধ্যায় জেলার

বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে মণ্ডপ উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। ক্লাব সভাপতি অমূল্য রতন বিশ্বাস ও সম্পাদক গণেশ সাহা‍র কথায় হিলি বিপ্লবী সংঘের পুজো দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাদের দাবি, একদিকে মেল ডাকাতির স্মৃতিবাহী রেললাইন এই এলাকার ইতিহাসের সাক্ষী অন্যদিকে কাটাতার হিলির বর্তমান সীমান্তবাস্তবতার প্রতীক। সেই দুই ভিন্ন সময়ের পরিচয়ের মাঝেই বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে পুজোর আয়োজন। এ বারও সেই ধারায় কোনও ছেদ নেই। বরং ইতিহাসের স্মৃতিকে পাশে রেখেই উৎসবের প্রস্তুতি এগাচ্ছে। রেললাইন অতীতের আয়তনের স্মৃতি, কাটাতারে সীমান্তের বর্তমান বাস্তবতা-আর তার মাঝেই ঢাকের তালে দেবীর আরাধনার প্রস্তুতি। হিলিতে তাই এ বারও ইতিহাসের পাশে জ্বলবে উৎসবের আলো।

পূর্বস্থলীতে শুরু জনকল্যাণ শিবির, শিবির ঘুরে দেখেন বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২ অক্টোবর : রাজ্য সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী কৃষনাথ লাইব্রেরির মাঠে অনুষ্ঠিত হলো জনকল্যাণ শিবির। শিবিরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা সম্পর্কে জানতে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে বহু মানুষ শিবিরে উপস্থিত হন। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী ২ ব্লকের বিডিও পারিজাত বোস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার- সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। শিবিরে এসে বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং সরকারি পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। কোনও মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন কি না, সেই বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি। পাশাপাশি, কীভাবে এবং কোন কোন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারেন, সে বিষয়েও উপস্থিত মানুষদের বিস্তারিতভাবে জানান।



এসে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে জানানো হয়। জনা গেছে, পূর্বস্থলী কৃষনাথ লাইব্রেরির মাঠে এই জনকল্যাণ শিবির আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। ফলে আগামী কয়েকদিনেও এলাকার অর্থ ও মানুষ এই শিবিরে এসে সরকারি পরিষেবা ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ‘স্বচ্ছ ভারত দিবস’ পালন

কলকাতা, ২ অক্টোবর : দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’

জৈন, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার মণীশ জৈন এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা নর্থ কলোনির



২০২৬ কর্মসূচি এবং ১ লা অক্টোবর থেকে ১৫ ই অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত ‘স্বচ্ছতা পাওয়ায়’ পালন করছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২রা অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে গার্ডেন রিচ-এর অস্থিত সদর দপ্তরে ‘স্বচ্ছ ভারত দিবস’ পালন এবং মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। ‘এক পেড মা কে নাম’ (মায়ের নামে একটি গাছ) কর্মসূচির আওতায়, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার

হাসপাতাল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি একটি সবুজ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে। এছাড়াও একটি ‘ওয়াকাশন’ (যোযাত্রা)-এর আয়োজন করা হয়, যেখানে জেনারেল ম্যানেজার, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করে পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল

ম্যানেজার কর্মকর্তা ও কর্মীদের ‘স্বচ্ছতা শপথ’ পাঠ করান এর মাধ্যমে রেলওয়ে চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্য্ত করা হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মালদান করেন এবং জাতির পিতার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস’-এর সদস্যরা একটি ‘মুকুড নটিক’ (পথনাটিকা) পরিবেশন করেন। আকর্ষণীয় পরিবেশনার মাধ্যমে স্কাউটস ও গাইডস সদস্যরা পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্বশীল বর্জ্য অপসারণ এবং ‘স্বচ্ছ ভারত’ উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলো মহাত্মা গান্ধীর আর্শ ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করার পাশাপাশি একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্মিলিত অংশগ্রহণের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

মদ্যপান ও গভীর জলে নামা নিষিদ্ধ করা হয়েছে

মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ২ অক্টোবর : সমুদ্র সৈকতে পড়ল বাঁশের বেড়া। পর্যটকদের সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ পুলিশ প্রশাসনের। মন্দারমণি সমুদ্র সৈকত জুড়ে প্রায় দু’কিলোমিটারি এলাকায় দড়ি ও বাঁশ দিয়ে দেওয়া হল বেড়া। লাগানো হল সাইনবোর্ড ও লাল কাপড়। ওই এলাকায় পর্যটক যাতে নানা সমুদ্রে নামতে পারে তার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা মন্দারমণি কোস্টাল থানা পুলিশের। সম্প্রতি মন্দারমণি ও দিঘা সমুদ্র সৈকতে পরপর সমুদ্রের স্থানে নেমে পর্যটকদের তালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এবং সেই ঘটনায় ওই এলাকায় পর্যটক যাতে নানা সমুদ্রে নামতে পারে তার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা মন্দারমণি কোস্টাল থানা পুলিশের। সম্প্রতি মন্দারমণি ও দিঘা সমুদ্র সৈকতে পরপর সমুদ্রের স্থানে নেমে পর্যটকদের তালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

হয়েছে পর্যটকদের। মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে একসঙ্গে তিনজন পর্যটকের তালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। শুধু ওই ঘটনা নয়

শেষ কয়েক মাসে মন্দারমণিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। মাসের মাত্র আর ক’টা দিন তারপর দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্গাপূজা মানে সমুদ্র সৈকতে উপচে পড়া পর্যটকের ভিড়। মন্দারমণিতে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে আসা পর্যটকদের সম্পূর্ণ মন্দারমণি কোস্টাল থানা চিহ্নিত করে প্রস্তুত মন্দারমণি সৈকতের বিপদজনক এলাকা। স্নানের ঘাট সহ সমুদ্র সৈকতের এই এলাকাকে রেড জোনা হিসাবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। আর সেই এলাকায় পর্যটকদের সমুদ্র স্নান আটকাতে বেড়া গড়ে তুলল পুলিশ। পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মন্দারমণি উপকূলে সমুদ্রস্নানে এক্ষুণ্ণ কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করল জেলা পুলিশ। মন্দারমণির ৩ নম্বর ঘাট থেকে

উপকূল বরাবর প্রায় ২ কিলোমিটারি এলাকা বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিপজ্জনক অংশগুলিতে লাল কাপড়ের পতাকা টাঙিয়ে সতর্কতা নির্দেশে বা ‘লাল সঙ্কেত’ দেওয়া

হয়েছে, যাতে কোনো পর্যটক আসারিবাশারি পড়তে পারেন না। এর পাশাপাশি উপকূলবর্তী এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় সৈকত এলাকায় ঘোরাঘুরি বা সমুদ্রে নামার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ। সৈকতে সার্বিক নজরদারির জন্য অতিরিক্ত পুলিশকর্মী ও সিভিক ডলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানান, পর্যটকদের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৩ নম্বর স্নানের ঘাট থেকে প্রায় ২ কিমি সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত রেড জোন চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই রেড জোনেটা বাঁশ ও দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এই রেড জোন এলাকায় পর্যটকের স্নান নামে তাড়াতাড়ি না করা হবে। অন্যভাবে স্নান করতে চাইলেও সতর্কতা অবলম্বন প্রচার চরিয়ে। সব মিলিয়ে দুর্গাপূজোর প্রাক মুহূর্তে মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে স্নানের সময় পর্যটকদের সুরক্ষা দিতে তৎপর প্রশাসন।

চা বাগানে পূর্ণবয়স্ক হাতির রহস্যমৃত্যু! তদন্তে বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২ অক্টোবর : বঙ্গায় ও বনকমীরা। তাঁরা পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে যখন বাধিনিকে নিয়ে তৎপরতা তুলে, তখনই রাজগঞ্জে উদ্ধার হাতির দেহ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হতে পারে এমনটাই প্রাথমিক অনুমান বন দফতরের। একদিকে যখন বঙ্গার জঙ্গলে বাঘ পুনর্বাসন ও নজরদারি নিয়ে তোড়জোড় চলছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে, ঠিক তখনই জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার সাতসকালে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের অধীন নোধাবাড়ি এলাকায় হাতির নিখর দেহ উদ্ধার হয়। বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই হাতির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে প্রকৃত কারণ স্পষ্ট করতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নোধাবাড়ির জঙ্গল সংলগ্ন চা বাগান এলাকায় হাতিটিকে নিখর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় চা শ্রমিক ও বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের চা বাগান ও গ্রাম থেকে বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বেলাকোবা রেঞ্জের আধিকারিক

ও বনকমীরা। তাঁরা পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বনকর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, রাতের অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাবারের খোঁজে হাতিটি চা বাগান এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। চা বাগানে অবৈধ ভাবে ইলেকট্রিক তার লাগানো ছিল বলেই প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। সেই সময় হয়াত বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসে বা বিদ্যুৎবাহী কোনও লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ বা অসুস্থতা রয়েছে কি না, তাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, হাতিটির দেহের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে। ডুয়ায় ও তরাইয়ের বনাঞ্চল লাগোয়া জনপদ বা চা বাগানগুলিকে প্রায়শই বুনো হাতির দল খাবারের সন্ধানে চলে আসে। কিন্তু এভাবে বারবার হাতির মৃত্যুর ঘটনায় বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের চা বাগান ও গ্রাম থেকে বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বেলাকোবা রেঞ্জের আধিকারিক।

তোরণ ভেঙে আহত মহিলা-শিশু চিকিৎসার খরচ বহনের আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২ অক্টোবর : লরির ধাক্কায় আচমকাই

তোরণটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় সেখানে থাকা এক মহিলা ও এক



শিশু আহত হন। তাদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হয়। শুক্রবারও তাঁরা চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ দিন গা ম্বাী জয়ন্তী উপলক্ষে জেলা

ভেঙে পড়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতালের প্রবেশদ্বারের তোরণ। ঘটনায় আহত হন এক মহিলা ও এক শিশু। দুর্ঘটনার পরদিন গান্ধীজয়ন্তীর কর্মসূচিতে হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের খোঁজ নিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। স্বচ্ছতা অভিযান শেষে চিকিৎসাধীন সদস্যকে দেখতে গিয়ে এর পরেই আহত ব’জনের চিকিৎসার সমস্ত খরচ প্রশাসন বহন করবে বলে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন চিকিৎসা নিয়ে তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ

তালতলার পুজোয় থিম ‘বঙ্গদর্শন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : আত্মপরিচয়েরই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাক্ষেৎ এবারের দুর্গোৎসবের আনন্ডয় তুলে ধরছে তালতলা সর্বজনীন দুর্গোৎস। এবারের থিম ‘বঙ্গদর্শন’ বিষয় ‘বদে মাতরমের ১৫০ বছর’। ‘বদে মাতরমের ১৫০ বছরে অভিনব শ্রদ্ধা, কলকাতার এই পুজোয় এবারের থিম ‘বঙ্গদর্শন’। মণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের সামনে খুলে যাবে উনিশ শতকের বাংলার এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিসর। ‘বদে মাতরম’ ধর্নি যেন শিগগির দেহতোম্রা বহর ধরে কোটি বাঙালির হৃদয়ে আত্মপরিচয়ের মূল মন্ত্রটি সংরক্ষণ করেছে। সেই ‘বদে মাতরম’কেই এবার শ্রদ্ধার্থী জানাচ্ছে তালতলা সর্বজনীন। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘বদে মাতরম’। পরবর্তীকালে তাঁরই উপন্যাস ‘আনন্দ মঠ’-এ এই গান নতুন তাৎপর্য লাভ করে। ক্রমে তা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদা এবং দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধার এক শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়। এই দীর্ঘ ইতিহাসই এবারের মণ্ডপে শিল্পের ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠবে। মণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনাধীদের সামনে উল্লেখ্য হবে উনিশ শতকের বাংলার এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিসর। থাকবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা, তাঁর সময় ও সৃষ্টির আবহ। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিরা আপলে নির্মিত শিল্পকর্ম ও পুরনো দিনের মদ্রশশৈলী। অন্যদিকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে ‘বদে মাতরম’কে ঘিরে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল অধ্যায়- একটি গান কীভাবে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এক বৃহত্তর জাতীয় চেতনার অংশ হয়ে উঠেছিল, তারই নানা মুহূর্ত ফুটে উঠবে মণ্ডপসজ্জায়। এই উপস্থাপনায় ইতিহাস হয়ে উঠবে অনুভবের অভিজ্ঞতা। শব্দ, আলো, শিল্পকর্ম ও শব্দরাূপের সমন্বয়ে দর্শক অনুভব করবেন ‘বদেমাতরম’-এর জমলগ্ন থেকে তার বিস্তারের কাহিনি, উপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ মানুষের আবেগের সঙ্গে এ গানের জড়িয়ে যাওয়া।

শালুক ফুল তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ২ অক্টোবর : পুজোর আগে আনন্দ করে সেই শালুক ফুল তুলতে গিয়ে বিঘাদের পিছনে পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু হয় তাঁরা। প্রায় আধঘণ্টা পর পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় পূর্ণ হাজরাকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। উদ্ধারের পর দেখা যায়, পূর্ণর দেহটি নিখর।

পুকুরের জলে তলিয়ে যান। এদিকে শালুক তুলতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে পূর্ণবা়ু বাড়িতে না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খোঁজ শুরু হয় তাঁরা। প্রায় আধঘণ্টা পর পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় পূর্ণ হাজরাকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। উদ্ধারের পর দেখা যায়, পূর্ণর দেহটি নিখর।

এলাকারই বাসিন্দা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, যষ্ঠীপূজা উপলক্ষে শুক্রবার শালুক ফুল তুলতে পুকুরে নেমেছিলেন কালকাতিহির বাসিন্দা পূর্ণবা়ু। সেই সময় আচমকাই পা পিছনে জলে পড়ে যান তিনি। এরপর শালুকের লতাপাতা জড়িয়ে যায় তার পায়ে। সেসব ছাড়িয়ে পূর্ণবা়ু বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেও পারেননি। দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থায় থেকে

ANGEL ONE LIMITED			
Regd. Off: 601, 6 th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093			
Centralized desk : 18001020 Email id: support@angelonel.in			
Member of : NSE / BSE / BSE REMISER / MCX / MCX SX / NCDEX			
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685, NCDEX : 00220 SEBI Registration No: IN2000161534			
NOTICE			
This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.			
Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
ARIJIT KARMAKAR	ARIJIT KARMAKAR	15A, KALAKAR STREET, 4TH FLOOR KOLKATA WEST BENGAL 700007	NSE : AP0397446731 BSE : AP01061207144464 MCX : MCXA/AP1534
Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. ANGEL ONE LTD. shall not be liable for any disservice with the said person. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact ANGEL ONE LTD. within 15 days from the date of issuing this notice.			
Date : 03.10.2026			
Place : West Bengal			
Sd/-, Authorised Signatory			

বিজ্ঞপ্তি

DSP

MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস প্রোগ্রাম (“আইএসপি”)–এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএসপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 3rd October 2026	Hotel R J , Chhoto Nilpur, Purba Bardhaman, West Bengal	4:30 PM

সমস্ত আইএসপি সহকর্মী আপডেটের জন্য ডিএসপি কর্তন dspm.com/IAP এবং অন্য সমস্ত হিসাবকোজারের জন্য, ডিজিট কর্তন dspm.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচলনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সম্পর্কে, বোজালা সর্বোচ্চ সমস্ত নথিখণ্ড যন্ত্র সহকারে পড়ে নিল।**

